টাইগারস বনাম কোভিড১৯

ভালো কাজের দুঃসাহসী গল্প

বইটি ইউএনডিপির উদ্যোগে হারস্টোরি পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত।

২০২০ সালের জুন মাসে সারা দেশ থেকে মনোনয়ন আহ্বানের মাধ্যমে এই বইয়ের গল্পগুলি বাছাই করা হয়। বিপদে মেধাকে কাজে লাগানো এবং কভিড মোকাবেলায় মানবতার সেবায় নেওয়া ছোট, বড় নানান পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে গল্পগুলো নির্বাচন করা হয়। কোভিড মোকাবেলা করা মানুষদের এখানে বাঘ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের বীরত্বের প্রতীক হিসেবে।

আমরা বইটির চরিত্রদের কাজের তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা করেছি এবং এর সত্যতা যাচাই করেছি। তবে ভবিষ্যতে তারা যা কিছু করবে তার দায়ভার আমরা বহন করব না এবং আশা করি আমাদের পাঠকরা এই বই থেকে ইতিবাচক বার্তাগুলোই গ্রহণ করবে। আগামী দিনের জয়যাত্রার জন্যে আমাদের টাইগারদের শুভকামনা জানাই এবং আশা করি যে আমাদের পাঠকরা তাদের দেখানো পথই অনুসরণ করবে।

কিউরেটর ।। ক্যাটরিনা ডন
চিত্রশিল্পী ।। সাইফ মাহমুদ
বই ডিজাইন ।। ইস্টেলা ইমাম । হুমায়রা জাহান

ইউএনডিপি টিম
কনসেপ্ট ।। মোঃ আব্দুল কাইয়ূম
সহযোগিতা ।। রিফাত নেওয়াজ
সার্বিক ব্যবস্থাপনা ।। কাজী মোঃ জিল্লে হায়দার

সম্পাদনা ।। আনিতা আমরিন । ক্যাটরিনা ডন । তায়রান রাজ্জাক । জেরিন মাহমুদ হোসেন । হুমায়রা রহমান
সহকারী গবেষণা ।। জেসমিন খন্দকার

কপিরাইট । ইউএনডিপি বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ । অক্টোবর ২০২০
প্রকাশক । হারস্টোরি পাবলিকেশন্স লিমিটেড

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ।। দ্যা ডেইলি স্টার । প্রথম আলো । ম্যাথিউস চিরান । জেসমিন খন্দকার । শর্মা লুনা

www.bd.undp.org
এই বইটি বিক্রির জন্য নয়।
এই বইয়ের সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। ইউএনডিপি বাংলাদেশের অনুমতি ছাড়া বইটি পুনরায় প্রকাশ করা যাবে না।

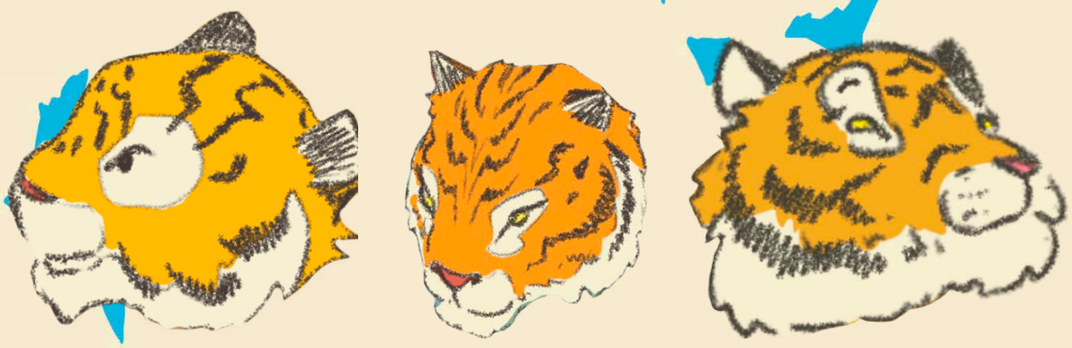

২০২০ সালের দিকে পেছন ফিরে তাকালেই কোভিড-১৯ এর কারণে আমাদের জীবন ও জীবিকা এলোমেলো হয়ে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাগুলো দেখতে পাই আমরা। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় সেই সব সাধারণ মানুষদের, যারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে আর তাদের বিভিন্ন পরোপকারী কাজের মাধ্যমে সেই দুঃসময়ে সবার পাশেই থেকেছে।

এই বিশেষ বইটি সেইসব বাঘের মত সাহসী হৃদয়ের যোদ্ধাদের উৎসর্গ করা হচ্ছে যাদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারন মানুষের জীবন সচল রেখেছেন সম্মুখ-যোদ্ধারা, স্বেচ্ছাসেবক এবং সেবা প্রদানকারীরা, যারা বিপদের মুখে হার না মেনে গর্জন করে গেছেন ঠিক সাহসী বাঘের মতোই।

সুদীপ্ত মুখার্জি
আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ

১. টাইগারদের খাবার বিতরণ ৯

তাহনিয়াত বুশরা ওয়াহিদি । মো: তানভীর হাসান সৈকত । নাদিয়া সরকার । মশিউর শাফি

২. টাইগারদের সচেতনতা ১৩

মাহিয়া রাহমান - জুনেয়না কাবির । আহমেদ ইমতিয়াজ জামি

৩. টাইগারদের সার্বিক সহায়তা ১৭

তৌহিদা শিরোপা । কিশোর কুমার দাস । মো: সালাহ উদ্দিন হিরু । রাকিবুল হক এমিল । ঘরে থাকা সবাই

৪. টাইগারদের স্বস্তি যোগানো ২১

বুশরা হুমায়রা এষা । আশফাক কবির । মোহাম্মদ টিপু সুলতান

৫. টাইগারদের সাহস ছড়ানো ২৫

মোহাম্মদ জুনাইদ । ওয়ারদা আশরাফ । শাদমান সাকিব অনিক

৬. টাইগারদের খেয়াল রাখা ২৯

পাভেল সারোয়ার । শার্নিলা নুজহাত কবির - শ্রাবন্তী হুদা । মোহাম্মদ মহসিন । তৃষিয়া নাশতারান

৭. টাইগারদের লক্ষ্য ৩৩

হো চি মিন ইসলাম। আলী ইউসুফ । মো: জাকির হোসেন (মানিক) । কাজী তাইফ সাদাত । আরাফ আহমেদ - তাহমিদ হাসিব খান

৮. টাইগারদের শিক্ষা কর্মসূচী ৩৭

শামীম আশরাফ । মো: ওয়াহিদুল ইসলাম । মনিরুজ্জামান মনির

সকল

২০২০ সালের নববর্ষের দিনটি অন্য যে কোন সাধারণ দিনের মতই শুরু হয়েছিল। প্রতিদিনের মতই সকালে ঘুম ভেঙ্গে কেউ বাসে উঠেছিল, কেউ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে দাঁড়িয়েছিল দোকানের সামনে, কেউ গিয়েছিলো বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সাথে দেখা করতে। নববর্ষের পরের দিন স্কুলের টিফিনের ফাঁকে শিশুরা তাদের ডেস্কে বসে মিলেমিশে খেলা করেছে। একটি সাধারণ দিনের চেয়ে সেদিন রাস্তায় ছিল যানবাহনের চরম জ্যাম, মার্কেটগুলোতে ছিল নিত্যদিনের হইচই, সড়ক ছিল লোকে লোকারণ্য। কে ভেবেছিলো এই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হঠাৎ করেই থমকে পড়বে!

মার্চ মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামগুলো যেন জনমানবহীন নির্জন হয়ে পড়ে। অনেকেই, বিশেষত প্রবীণ এবং অসুস্থ ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখেন, স্কুল এবং অফিস বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তার চিরচেনা জ্যাম অদৃশ্য হয়ে যায়। কোভিড-১৯ নামের এক নতুন এবং অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসের আক্রমণে কেবলমাত্র মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যই নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে শুরু পেশাগত জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন আমাদের আশাপাশের টাইগাররা এই অদৃশ্য, সর্বব্যাপী অপশক্তির বিরুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এক হার না মানার লড়াইতে। তারা এগিয়ে আসে সংঘবদ্ধ হয়ে, একসাথে দেশ, জাতি ও সমাজকে রক্ষা করতে।

১

টাইগারদের খাবার বিতরণ

যখন সবধরণের প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, তখন অনেকেই তাদের দৈনিক মজুরি উপার্জন হারায়। কাজ না থাকায় তারা এমনকি দু'মুঠো চাল- ডাল কিনতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আর তখন টাকাপয়সা খরচ করে ভাইরাস কাবু করার জন্য প্রয়োজনীয় সাবান কেনার কথা তো কল্পনা মাত্র । রিকশা চালক, নির্মাণ শ্রমিক, রাস্তার পাশের হকারসহ অন্যান্য দিনমজুররা তখন তাদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তখন ক্ষুধা হয়ে উঠে মহামারীর ভয়াবহ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। সেসময় সারা দেশ জুড়ে, টাইগাররা আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি ক্ষুধার্তের মুখে খাবার তুলে দেওয়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এই মহামারিতে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের প্রতিদিনের খাবারের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তাহনিয়াত বুশরা ওয়াহেদী, ২৩

মহামারী চলাকালীন দৈনন্দিন মজুরীর অভাবে লাখো দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছিল, তখন বাড়িতে নিরাপদে বসে না সেই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে চেয়েছে অনেকেই। এই অভিশপ্ত পরিস্থিতি থেকে মানুষকে বাঁচাতে যারা সংকল্প নিয়েছিলেন তাদেরই একজন ২৩ বছর বয়সী তাহনিয়াত বুশরা ওয়াহেদী। যেসব পরিবারের সদস্যদের প্রতিদিন উপার্জনের খোঁজে বের হতে হয় তাদের বাঁচাতে তহবিল সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েন বুশরা। রেশনের মাধ্যমে খাবারের সংস্থান করতে খুলে ফেলেন ফেসবুক গ্রুপ। পরিচিত অপরিচিত সকলের সহায়তায় সংগ্রহ করেন চৌদ্দ লক্ষ টাকা। সে টাকায় ৩,৪০০ টিরও বেশি পরিবারকে খাবার, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি। এই সাহায্যের কারনে দরিদ্র পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যরা কয়েক সপ্তাহ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে কাজ করা বন্ধ রাখতে সক্ষম হন। রিকশা চালকরাও এই তহবিল থেকে মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার পেয়েছিলেন।

“এই ভয়াবহ সময়ে আশাবাদী হওয়া খুব জরুরি। মহামারী আমাদের সমাজের জন্য কিছু করার সুযোগ করে দিয়েছে। আশা এবং সাহস আমাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।”

নাদিয়া সরকার, ৩৫

মহামারী চলাকালীন প্রতিদিন ২০০ লোককে খাওয়ানোর দায়িত্ব নাদিয়া নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মুখ যোদ্ধা একাই প্রতিদিন তার পাড়ায় বসবাসকারী রিকশা চালক, সিএনজি চালকদের পরিবারকে খাওয়ানোর মিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়াও, নাদিয়া দিনাজপুরে নিজ গ্রামের দুঃস্থ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করেন। নাদিয়া এ পর্যন্ত ৫ লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন। তার অবদান এই প্রকাশনার জন্য কমপক্ষে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছে।

“আমার দুশ্চিন্তা হয় সেই মানুষদের জন্য যারা আমাদের রাস্তাগুলি পরিষ্কার রাখছে বা আমাদের কোভিড পরীক্ষার জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। এবং এই কঠিন সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেমন হিজড়া এবং অন্যান্যদের দিন কেমন কাটছে এটাও আমাকে ভাবায়। মানুষগুলো অনেক বেশি খুশি হয়েছে যখন খাবার বিতরণের সময় আমরা তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি। তাদের সহনশীলতা ও কঠোর পরিশ্রম কে আমাদের সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করা উচিৎ।”

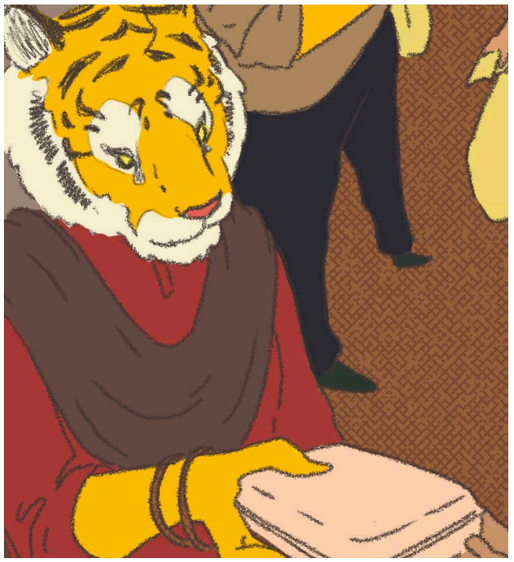

মশিউর শফি, ১৮

মশিউর এবং তার দল বিনিয়োগকারী হিসেবে সুপরিচিত, তবে তারা কোনও সাধারণ বিনিয়োগকারী নয়। তারা হাসিতে বিনিয়োগ করে। সুখের হাসি, স্বস্তির হাসি এবং কৃতজ্ঞতার হাসি। সুপার হিরোর চেয়ে কোন অংশে পিছিয়ে না থাকা এই দল যেখানেই সাহায্যের সুযোগ দেখেছে নির্দ্বিধায় সহায়তার হাত বাড়াতে ছুটে গেছে।

আশায় বুক বেঁধে, পকেট ভর্তি সালামি, সঞ্চয়, অনুদান সব মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে তারা মানুষের জীবন বাঁচানোর অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

তারা সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিল যেখানে তারা ৫ শতাধিক লোককে খাবার বিতরণ করে। রমজান মাসে তারা জীবিকা হারানো ৬,০০০ পরিবারের মাঝে ইফতার বিতরণ করে। দলটি সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করেছিল এক মাস ধরে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফান যখন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাস ও সঙ্কটের পরিবেশ তৈরি করে সারাদেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, সেসময় দলটি ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত অঞ্চলে দ্রুত সহায়তা দেয়। খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা ছাড়াও মশিউর ঝালকাঠি জেলার দেড় শতাধিক নারীর মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করেছেন। বগুড়ায় তারা প্রায় ৩৫০০ শিশুর জন্য আলুর চিপস কিনেছিল। তাদের ঈদ সালামি দিয়ে, তারা প্রত্যেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিজেদের আশেপাশে কমপক্ষে একটি দুঃস্থ পরিবারকে সহায়তা করবে। তারা রাস্তার প্রাণীদের কথাও ভোলেনি এবং একশত প্রাণীকে খাইয়েছে। মশিউর এবং তার বন্ধুদের দান করার সদিচ্ছা আজও প্রমাণ করে যে মানবতা মরেনি, মানুষের মাঝে তা আজও বিদ্যমান।

“আমি আমার এলাকা কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে চাই। আমাদের সমাজের জন্য যখনই আমাকে বেশি প্রয়োজন তখনই আমি কিছু করতে চাই। “

তানভীর হাসান সৈকত, ২৭

উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় প্রতিবছর হাজারো মানুষ ভীড় জমায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। মেধাবী শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে কঠোর পরিশ্রমী দিনমজুর, এমন অনেকেই ভাগ্য বদলাতে আশ্রয় নেয় এই নগরীর বুকে। কেউ খুঁজে পায় সাফল্য আর অন্যরা ছুটে চলে সাফল্যের সন্ধানে, ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায়। কিন্তু অভিশপ্ত মহামারীটি ছাত্রছাত্রীদের উপার্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা বাচ্চাদের পড়িয়ে নিজেদের পড়ালেখার হাতখরচ চালাতো, পরিবারকে টাকা পাঠাতো, ক্যাম্পাসে থাকা খাওয়ার খরচ মেটাতো; মধ্যবিত্ত পরিবার যারা স্বল্প বেতনে বেঁচে ছিল এবং দিনমজুর যাদের কায়িক পরিশ্রমের উপার্জনে সংসার চলতো, তারা হারিয়েছিল উপার্জনের উৎস।

তানভীর এই মানুষদের দুর্দশা দেখে তাদের প্রয়োজনীয় ও জরুরী সরবরাহ যোগাতে অনুদান সংগ্রহে নেমে পড়েন। তিনি জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তামূলক গাইডলাইনের অনুসরনে এমন একটি ব্যবস্থা চালু করেন যার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে দিনে প্রায় দুই হাজার লোককে দু'বার খাবার বিতরণ করা সম্ভব হয়। মহামারীজনিত কারণে আয়ের উৎস হারিয়েছে এমন ১৫০ শিক্ষার্থীকে তিনি সহায়তা করেন। কমপক্ষে ২০০ অভাবী মধ্যবিত্ত পরিবারে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করেন।

সমাজে যারা ভাল অবস্থানে আছেন তাদের সহায়তায় তিনি দুর্বল ও সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য করে যাবেন।

" অন্ধকারের মাঝেও আশার আলো দেখেছি আমি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের পাশাপাশি বিশ্বের জন্য ২০২০ একটি খুব কঠিন বছর। সুতরাং আমাদের সরকারের উদ্যোগে সহযোগিতা করতে হবে। নিজেদেরও বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই মহামারী চলাকালীন সদিচ্ছা ও আশাই আমাদের একসাথে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার শক্তি দিতে পারে।"

মোঃ মামুন বিশ্বাস, ৩২

২০১৪ সালে মামুনের জীবনে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। জন্মের মাত্র ৩৬ ঘন্টার মধ্যে সে হারায় তার একমাত্র সন্তানকে। নিজের সমস্ত সম্পদ বাজী রাখলেও কোন হাসপাতালই তার সন্তানকে সুচিকিৎসা দিয়ে বাঁচাতে পারেনি। তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজের আর্থিক সামর্থ্য থেকেও যেখানে তিনি সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারেননি; সেখানে যাদের সামর্থ্য নেই তারা তো সঠিক স্বাস্থ্যসেবার কথা ভাবতেও পারেন না।

এরপরেই মামুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন - যেকোন উপায়েই হোক তিনি অভাবী-দুঃস্থদের পাশে দাঁড়াবেন, সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। প্রতিদিন মামুন অভাবগ্রস্থদের কাছে পৌঁছানোর মিশনে নামেন - তা গৃহহীন মানুষ হোক, বা পথের ধারে থাকা অসহায় পশু পাখি।

করোনা মহামারী আঘাত হানলে মামুন সিরাজগঞ্জ ও খুলনা জেলার ৩,২০০ পরিবারকে খাবারের পাশাপাশি এক হাজার মাস্ক, এক হাজার সাবান এবং ৪,০০০ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন। প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে তিনি তার ফেসবুক পেজ ব্যবহারের পাশাপাশি পরিচিত মানুষ এবং স্থানীয় এমপি ও ইউএনওর সহায়তায় নিজ এলাকায় কয়েকশো মানুষকে সাহায্য করতে সক্ষম হন। তিনি খুলনার আম্ফান আক্রান্ত অঞ্চলে একটি টিউবওয়েল স্থাপন করেছিলেন, আড়াইশো পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছিলেন। অতি অবহেলিত জনগোষ্ঠী - বিধবা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং রোহিঙ্গাদের মাঝেও তিনি খাবার বিতরণ করেন। তিনি ৬০০ জনকে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন, ১৯ জনকে তাদের শিক্ষার ব্যয় বহনে সহায়তা করেছেন, ৪১ টি বাড়ি নির্মাণে অর্থায়ন করেছেন এবং ১,৮৩৩ বন্যাকবলিত পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছেন। তিনি ২১ টি হুইলচেয়ার সরবরাহ করেছেন, নয় জন নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে সহায়তা করেছেন এবং অভাবী মহিলাদের সহায়তায় দুটি সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছেন।

"করোনা মহামারীতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মহীন, অসহায় মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর মাঝে সরকারের পাশাপাশি আমি খাদ্যসামগ্রী সরবাহ করে যাচ্ছি। প্রতিটি উপজেলায়, ইউনিয়নে, প্রত্যন্ত গ্রামে সবার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাইকে, নৌকা, ও ভ্যান যোগে খাবার, মাস্ক, সাবান, লিফলেট সরবাহ করে যাচ্ছি। সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে কাজ চালানোর চেষ্টা করছে। আর এখন সবাই বুঝতে পারছে সামাজিক দুরত্ব, মাস্ক বাবহার করলে এই করোনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।"

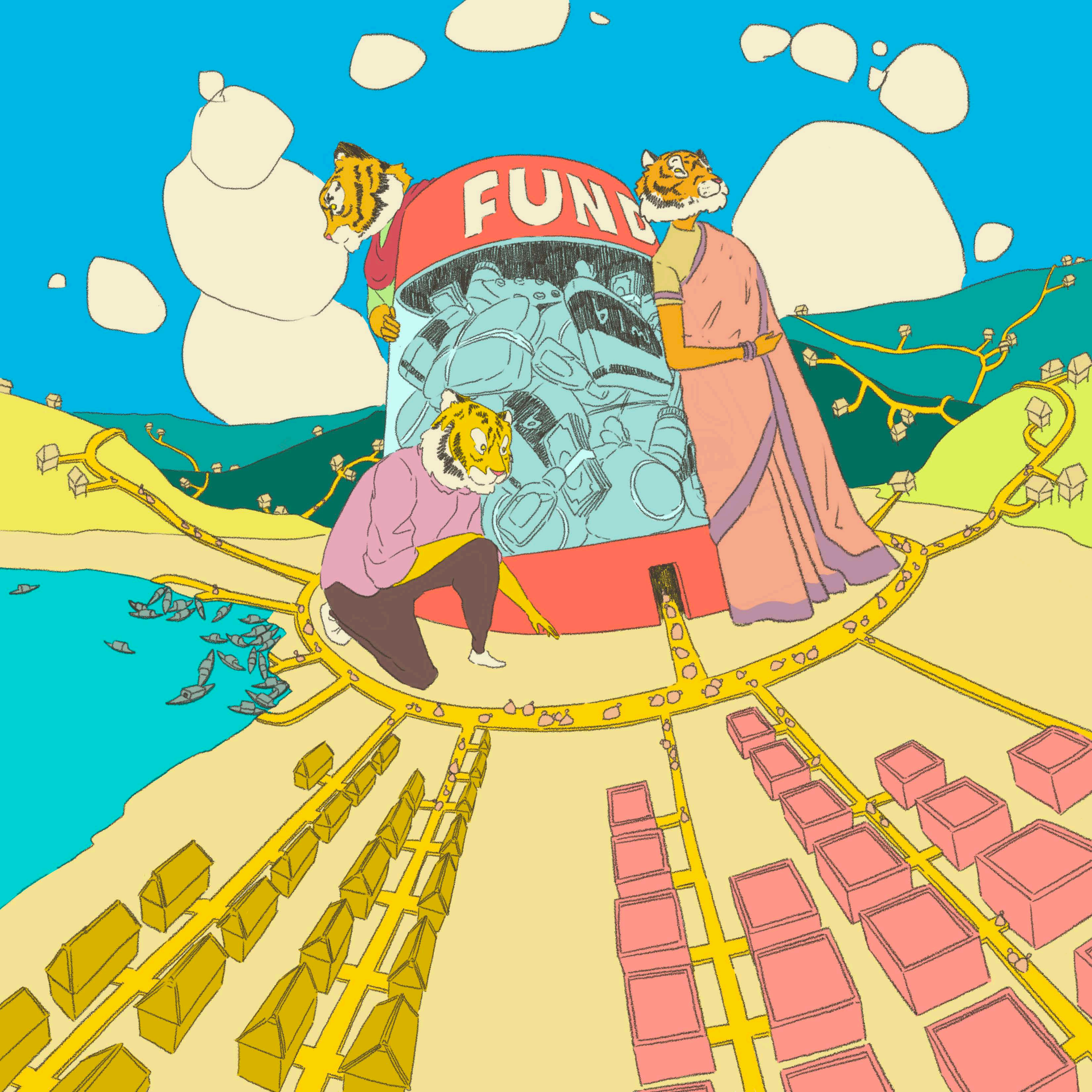
FUND

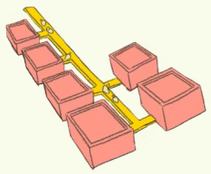

২

টাইগারদের সচেতনতা

ভাইরাসটি কম বেশি সবাইকে প্রভাবিত করলেও দরিদ্ররা সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিল। স্বল্প সঞ্চয়, সহায়ক তহবিলের অপ্রতুলতা এবং আবাসন, বিদ্যুৎ ও খাবারের খরচ পরিশোধের কোনও উপায় না পেয়ে অনেকেই ঋণ ও দেনার ভারে ডুবে যাচ্ছিল। টাইগাররা তাদের বাঁচাতে ও আর্থিক সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে অনলাইন এবং অফলাইন উভয় প্ল্যাটফর্মে আবেদন জানায়। সংকটের সময় ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যেকোন বয়স, পেশা, অবস্থান ও সম্প্রদায়ের মানুষই নির্বিশেষে অবদান রাখতে পারে। এবং সত্যি তাই ঘটে। সমগ্র দেশ জুড়ে তহবিল সংগ্রহ, অনুদান এবং বিতরণে হাজারো মানুষ এগিয়ে আসে এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

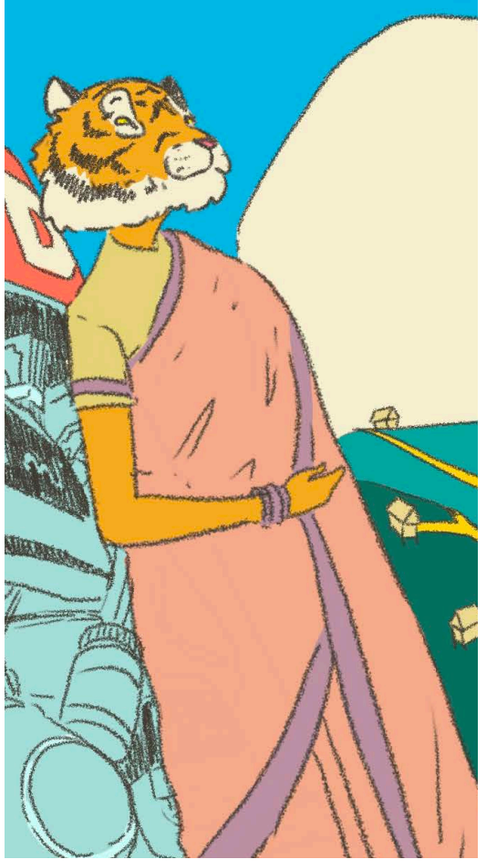

জুনেয়না ফ্রান্সিস কবির (২৬) এবং মাহিয়া রহমান (২৫)

জুনেয়না এবং মাহিয়া ফেসবুকে রিসোর্স কোঅর্ডিনেশন নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (আরসিএনবি) নামে একটি অলাভজনক রিসোর্স শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করেছেন। যেখানে তারা অনুদানে ইচ্ছুক ব্যক্তি, প্রতিস্থান,সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, জরুরী স্বাস্থ্য ও সেবা পণ্যের সংস্থান ও আর্থিক তহবিল যোগাড় করছে। পাশাপাশি কোভিড মোকাবেলায় আরো যেসব ছোট ছোট সংস্থা বিভিন্ন কাজ করছে, তাদের এই প্ল্যাটফর্মে একসাথে করা হয়েছে।

আরসিএনবি বিভিন্ন দাতা সংস্থা এবং স্বতন্ত্র গ্রুপগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে। পাশাপাশি তহবিল সংগ্রহ, পাইকারি জরুরী পণ্য সরবরাহকারী এবং বিতরণকারীদের নিকট হতে তথ্য এবং পরামর্শ নেয়। দুঃস্থদের সহায়তা করার যাবতীয় দায় নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। তারা তাদের নিজস্ব সংগৃহীত তহবিল ব্যবহার করে চিকিৎসক, হাসপাতাল কর্মচারী ও আবর্জনা কর্মীদের মাঝে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) সরবরাহ করে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা সে তহবিল হতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা হয়। তিন সপ্তাহ পর যখন আরসিএনবি তাদের নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যস্ত তখন টেক্সাসে বসবাসরত এক আমেরিকান-বাংলাদেশি তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি নিজেও কোভিড মহামারীর শিকার জনসাধারণের সহায়তায় ফেসবুকে আর্থিক তহবিল সংগ্রহ করছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সেই প্রবাসী ১৬০০০ মার্কিন ডলার জোগাড় করেন এবং সে সহায়তা তহবিলের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তিনি আরসিএনবির সহায়তা চান। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আরসিএনবির মূল দলের সদস্য এবং পরামর্শদাতা হয়ে গিয়েছিলেন। পুরো দলটি একসাথে অনেকগুলি সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।

মাসের শেষে এসে তাদের গ্রুপের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮০০ তে ঠেকে। এর পাশাপাশি সংগৃহীত তহবিলের পরিমাণও বাড়তে থাকে। ভূতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে নানা জাতি ও গোষ্ঠীর বাস।

প্রায়শই তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রান্তিক হয়ে থাকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়। আরসিএনবি সাঁওতাল এবং বেদে সম্প্রদায়ের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করেছে। বর্জ্য সংগ্রহকারী এবং যৌনকর্মীরাও সমাজের অবহেলিত অংশ। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই), গ্লাভস, স্যানিটাইজার এবং ব্লিচিং পাউডার সমন্বিত হাইজিন কিট সরবরাহ করা হয়েছে। যৌনকর্মী এবং তাদের শিশুরা ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে খাদ্য দ্রব্যও পেয়েছে। গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের এক মাসের চলমান খাদ্য দ্রব্যাদি দেওয়া হয়েছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন পাঠানো হয়েছে মহিলা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কাছে। এই প্ল্যাটফর্মটি ঢাকা ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এভাবেই অসংখ্যবার খাদ্যদ্রব্য ও ত্রাণ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এমনকি ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের বাঁচার রসদ যোগাতে প্ল্যাটফর্মটি লড়েছে।

“আরসিএনবি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহায়তার জন্য বিভিন্ন যুব নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। সাধারণ মানুষ, প্রভাবশালী নেতারা, স্বেচ্ছাসেবক এবং সব ধরণের সম্প্রদায় এক হয়ে কাজ করাটাই আমাদের বৃহত্তম শক্তি এবং এটিই একটি জাতি হিসাবে যে কোনও বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে আমাদের আশা দেয়। ”

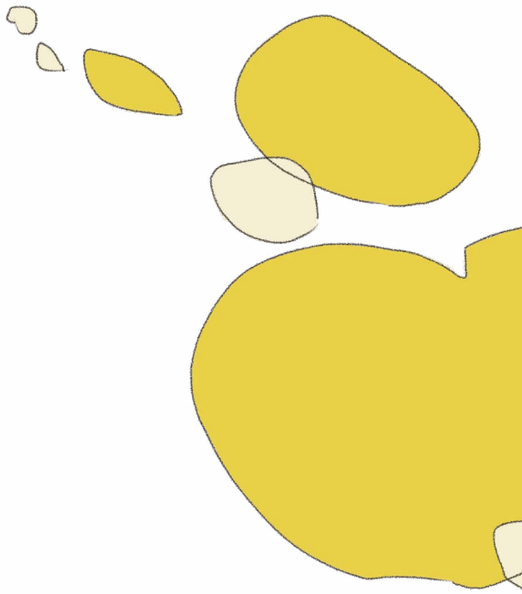

আহমেদ ইমতিয়াজ জামি, ২৭

আহমেদ ইমতিয়াজ জামি অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। এ ফাউন্ডেশনের হাজার হাজার তরুণ স্বেচ্ছাসেবী সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মহামারী শুরুর পর থেকে এই ফাউন্ডেশন প্রায় ১.২ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করেছিল যা দিয়ে ৬৫,০০০ পরিবারকে সহায়তা করা হয়। ফাউন্ডেশনটি খাদ্য সঙ্কট নিরসনে পুরো এক মাস মাস ঢাকা, রংপুর, খাগড়াছড়ি, কুষ্টিয়া, সিলেট, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, পটুয়াখালী, গলাচিপা এবং আরও কয়েকটি জেলা-উপজেলায় খাবার সরবরাহ করেছিল। ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবীরা মহামারীর কঠিন সময়েও পবিত্র রমজান মাসে ইফতার বিতরণ এবং হাসপাতালে জরুরী চিকিৎসা সরবরাহ পৌঁছাতে দিনরাত পরিশ্রম করেছিলেন। এছাড়াও বিনামূল্যের বাজার নামে পরিচালিত একটি অস্থায়ী মার্কেটপ্লেসে তারা বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করে প্রায় ২ লক্ষ লোককে সেবা দিয়েছে। তাদের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশন ৬ লক্ষ মানুষের জীবন স্পর্শ করেছে এবং আজও তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

“আমি বিশ্বাস করি ভয়ের চেয়ে আশার শক্তি বেশী। কিন্তু আমাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। যদি আমরা কৌশলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হই এবং বুদ্ধি খাটাই, তবে এমন কিছুই নেই যা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব না।”

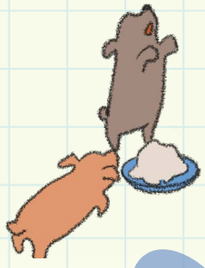

টাইগারদের সার্বিক সহায়তা

করোনাভাইরাসের অনেক গুলি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছিল - সাধারণ মানুষ বিষণ্ন ও হতাশ বোধ করছিলো, সম্মুখ যোদ্ধা ও পেশাজীবীরা যেমন চিকিৎসা কর্মী এবং সুরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিবর্গ জীবন ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছিল এবং প্রতি মুহূর্তে তাদের ভয় এবং অনিশ্চয়তার সাথে লড়াই করতে হয়েছিল। এটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার এক অসামান্য উদাহরণ যখন টাইগাররা সকলের কথা শোনার, সহায়তা করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনকি শহরগুলির নির্জন রাস্তায় বসবাসরত প্রাণী, খাদ্যের অভাবে যাদের জীবন বাঁচানো দায় তাদেরকে বাঁচাতেও টাইগাররা পিছপা হয়নি।

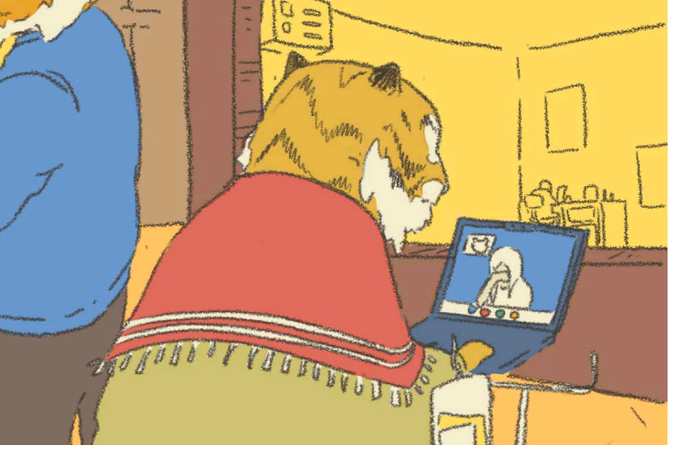

তাওহিদা শিরোপা, ৩৩

মহামারীর দুঃসময়ে তাওহিদা শিরোপা অনুভব করেন; যদিও সুস্থতা বজায় রাখার লড়াইয়ে বেশিরভাগ মানুষকে লোককে বাড়িতে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে, শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে অনেক কথাবার্তাই হয়েছে - কিন্তু মানুষিক স্বাস্থ্যের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তার যত্ন নেওয়ার কথা খুব বেশি আলোচনায় আসছে না। ২০১৬ সাল থেকে "মনের বন্ধু" নামক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতেন, বিশেষত এরকম জরুরী মুহূর্তে যার প্রয়োজন আরো বেশী। মহামারী আঘাত হানার পরেই, তিনি মানসিক সেবা প্রদানের দায়িত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। এরপর সারা বাংলাদেশের মানুষকে বিনামূল্যে ২৪/৭ ভিডিও এবং টেলি-কাউন্সেলিং দিতে শুরু করেন। তিনি নিজেদের ওয়েবসাইট এবং অনলাইন পেজগুলিতে বাংলায় বিনামূল্যে কিভাবে "মেডিটেশন অথবা ধ্যান " করার মাধ্যমে মানসিক শান্তি পাওয়া সম্ভব, তার বেশ কিছু গাইডলাইন প্রকাশ করেছিলেন।

বর্তমানে, তিনি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করছেন যা করোনাভাইরাস এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখা যায় সে সম্পর্কে সহায়তা দিবে। অনলাইনে এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এক লাখ মানুষের কাছে পৌঁছেছে এই প্রতিষ্ঠানের দেয়া বার্তা এবং ওয়ান টু ওয়ান সেশনে ৪,০০০ ব্যক্তিগত ভাবে মানসিক সুস্বাস্থ্য রক্ষায় অভিজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছে 'মনের বন্ধু'। মহামারী চলাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তার জন্য তাওহিদা শিরোপা সহ মনের বন্ধু নামক প্রতিষ্ঠানের ১০ জন কোর টিম মেম্বার, ১০০ জন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী এবং ১,৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবী সম্বলিত নেটওয়ার্ক নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করে চলেছে।

"অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক সহায়তা দিয়েছি। আমরা সচেতনতা, মননশীলতা এবং মনের স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় ভাবে পরামর্শ দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, মহামারীর সাথে লড়াই করার জন্য সুস্থ মনের কোনও বিকল্প নেই।"

কিশোর কুমার দাস,

বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কিশোর সবসময় বঞ্চিত ও পিছিয়ে পোড়া জনগোষ্ঠীর জীবনে অবদান রাখতে কাজ করেছেন - স্কুল, এতিমখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র , হোস্টেল তৈরি করায় আইনী সহায়তা, বা সারা বছর জুড়ে ক্ষুধার্ত ও অসহায়দেরদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া এবং বিশেষত জরুরি অবস্থার সময়ে মানবিক ডাকে সাড়া দেয়া- কোথায় নেই তিনি ! মহামারী চলাকালীন, কিশোর একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন সমর্থন উদ্যোগ নেন। তার সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা বাংলাদেশ জুড়ে নিয়মিত প্রায় ২০,০০০ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করেছেন, পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে জীবাণুনাশক স্প্রে করেছেন, মাস্ক, পিপিই এবং স্যানিটাইজার তৈরি ও বিতরণ করেছেন এবং সরকারের সহায়তায় ৩৫০,০০০ পরিবারকে প্যাকেটজাত ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করেছেন। তাদের সাম্প্রতিক প্রশংসনীয় উদ্যোগটি চট্টগ্রামের পতেঙ্গার সিএমপি-বিদ্যানন্দ ফিল্ড হাসপাতাল। যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। হাসপাতালটি ১২ জন চিকিৎসক, ১৮ জন নার্স এবং ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবীর দ্বারা পরিচালিত হয়। মহামারী চলাকালীন তাদের প্রকল্পগুলি শিশু, উপার্জনহীন পরিবার, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, শরণার্থী, যৌনকর্মী, বিধবা এবং ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থদের সার্বিক সহায়তা করেছে। তিনি ও তার স্বেচ্ছাসেবীরা ভাইরাসটির বিরুদ্ধে বড় এবং ছোট সম্ভাব্য সকল উপায়ে মানবসেবার দৃষ্টান্তমূলক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সবসময়।

"আমি মহামারীর সময়ে মানুষের পাশাপাশি চেষ্টা করেছি পশুপাখিদেরও সহায়তা করতে, কারণ অনেক প্রাণি আছে বর্তমানে যারা বিলুপ্ত হতে চলেছে। বিশেষত এই মহামারীর বিরুদ্ধে কাজ করার সময়ে সরকারের কাছে একটি অনুরোধ করতে চেয়েছি যাতে, বিপদগ্রস্ত প্রাণীরা মানুষের মতোই সব রকম সহায়তা পেতে পারে।"

রকিবুল হক এমিল, ৩২

বাংলাদেশের প্রতিটি শহর যখন লকডাউনে থমকে গিয়েছিল, নির্জন হয়ে পড়েছিল প্রতিটি সড়ক ও রাস্তা, তখন অসহায় প্রাণীরা ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই ভেবে যে কোথায় তাদের বন্ধুবান্ধব এবং খাবার অদৃশ্য হয়ে গেল! আর রাকিবুল হক এমিল ও তার সহযোগী স্বেচ্ছাসেবীরা অভুক্ত অসহায় প্রাণীদের জীবন বাঁচানোর লড়াইতে নেমে পড়ে।

এমিল ২০১৫ সালে পশুপ্রেমীদের নিয়ে অসহায় পশুদের জীবন ও তাদের অধিকার রক্ষায় পিপল ফর এনিমেল ওয়েলফেয়ার (পিএডাব্লিউ) নামক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি সর্বদা প্রাণীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষায় ও পশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

মহামারীর সময় পোষা প্রাণীদের থেকে ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে বহু গুজব ছড়িয়ে পড়ে, এমিল ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে আইনী নোটিশ

পাঠিয়েছিলেন। রাস্তায় খাবারের উৎস না থাকায় কুকুর, বিড়াল এবং বানরসহ অসহায় প্রাণি ও পাখিদের জীবন রক্ষায় পিএডাব্লিউ তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে ঢাকা, যশোর ও খুলনায় ৩০,০০০ এরও বেশি প্রাণিকে ৭০,০০০ বার খাবার সরবরাহ করেছে।

"এই মহামারী আমাদের অসহায়দের দেখাশোনা করতে শেখায়। আর এ কারণেই আমাদের আশাবাদী হওয়া অব্যাহত রাখতে হবে যে মানুষ এখন অতীতের চেয়ে প্রকৃতির পক্ষ নিতে শিখবে এবং দায়বদ্ধ থাকবে। "

সালাহ উদ্দিন হিরো, ২৮
মহামারী মোকাবেলার অন্যতম কঠিন একটি দিক হল মৃত ব্যক্তির জন্য জানাজা বা দাফন সেবা।

প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে অনেক পরিবার নিরাপদ সমাধির জন্য সঠিক স্থান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রিয়জনের জন্য পরিবার পরিজন শোক বিহ্বল, অপরদিকে মৃতের শেষ বিদায়ের কাজটি ঠিকভাবে করার আকাঙ্খা। মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পরপরই, বিভিন্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং দাফনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা মৃত ব্যক্তির শেষকাজটি সম্পন্ন করার দায় নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

কিন্তু মানবিক দিক বিবেচনায় এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে এগিয়ে আসেন সালাহ উদ্দিন হিরো। তিনি চট্টগ্রামের দুটি সংগঠন - 'সেবাই ধর্ম' এবং প্রজন্ম লোহাগড়ার সাথে একত্রিত হয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দাফন ও জানাজার ব্যবস্থা করেন। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির বেদনা লাঘব করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ভবিষ্যতে, সালাহ উদ্দিন তার তার সমাজের মানুষকে সহায়তা করার জন্য চট্টগ্রামে একটি আইসোলেশন সেন্টার নির্মাণ করতে চান।

"আমি মহামারী, বিপর্যয়, বন্যা ও যে কোন কঠিন সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে সর্বদা প্রস্তুত।"

যারা ঘরে ছিলেন

ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম শক্তিশালী ও সবচেয়ে কার্যকর উপায় ছিল নিজেদের বাড়িতে আবদ্ধ থাকা। বিনা প্রয়োজনে বাসার বাইরে না যাওয়া। অনেকের কাছেই এই সময়টির অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির বাইরে যেয়ে কাজ না করা, কাছের লোকদের সাথে দেখা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং কয়েক মাস ধরে পরিবার থেকে নিজেকে দূরে রাখা। যাঁরা বাড়িতে আপনজনের কাছে ছিলেন না, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের এই সাময়িক ত্যাগ ও সচেতনতা অনেকের কাছে জীবন ও মৃত্যুর বিষয়। কোভিড -১৯ এর সংক্রমণ রুখতে, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে এই অগ্নিপরীক্ষায় সবার সমন্বিত সহযোগিতা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে।

৪

টাইগারদের স্বস্তি যোগানো

মে মাসে যখন ভাইরাস প্রথম বাংলাদেশে আঘাত হানে সে সময় জলবায়ু পরিবর্তনের মত অত্যন্ত সংবেদনশীল ঘটনার মোকাবেলায় দেশ ও জাতি একরকম দিশেহারা ছিল। একদিকে মহামারী, অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান যা দেশের দক্ষিণে বহু গ্রাম ও চরাঞ্চল ধ্বংস করে দেয়। জুলাই ও আগস্ট মাসে মহামারীর পাশাপাশি ভারী বর্ষণ ও বন্যা সংকট দেখা দেয়। দুর্যোগ-প্রভাবিত জনগোষ্ঠীগুলোকে ঝড়ের ক্ষতি মোকাবেলার পাশাপাশি কোভিড-১৯ হতে রক্ষা পাবার সচেতনতা, সাহস ও প্রয়োজনীয় ত্রাণ ও রসদ দিয়ে সহায়তা করতে পাশে এসে দাঁড়ায় টাইগারদের উদ্যমী কর্মী বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা।

বুশরা হুমায়রা এশা, ৩০

পরপর একই সময়ে দেশে দুটি বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে যেমন খাদ্যের বড় অভাব দেখা দেয়, অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ বাঁধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই দুঃসময়ে প্রতিদিন বুশরার চোখে ভাসতে থাকে বিভিন্ন খবর, যা সারা বাংলাদেশ জুড়ে অভাবগ্রস্ত মানুষের দুর্দশার বিবরণে ভরা। সে সময় জেনেভা ক্যাম্পের বাস্তহারা জনগণের জন্য আর্থিক অনুদান চেয়ে এক বন্ধুর ফেসবুক পোস্ট তার নজরে পড়ে। সে পোস্ট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বুশরাও অসহায় দেশবাসীর জন্য কিছু করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি তিন মাস চলার মত পরিমাণে চাল ও ডাল দিয়ে ৪০০ সহায়তা প্যাক সরবরাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। তার প্রচেষ্টাকে সুসংহত করার জন্য তিনি সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য 'প্রিভিলেজড-আনপ্রিভিলেজড' নামক একটি ফেসবুক গ্রুপ খুলেন। প্রায় ২০ লক্ষ টাকার আর্থিক তহবিল সংগ্রহের পর তিনি ২,০০০ ত্রাণ ও জরুরি সহায়তার প্যাক নিয়ে জেনেভা ক্যাম্প, মতিঝিল, পুরোনো ঢাকা, মোহাম্মদপুর, আবদুল্লাহপুর, মিরপুর, আফতাবনগর, বনশ্রী, সবুজবাগ, খিলগাঁও, ধানমন্ডি, উত্তরা, টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার, রূপগঞ্জ এবং ঢাকার বাইরে মাদারীপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, ভোলা ও ঝিনাইদহে বিতরণ করেন। তিনি রাঙামাটি ও বান্দরবানের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর কাছেও পৌঁছেছিলেন। তার স্বেচ্ছাসেবী দলটি রাঙ্গামাটির প্রত্যন্ত গ্রাম বান্দুকভাঙ্গায় গিয়ে দেড়শো মেয়েদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং সাবান বিতরণ করে। এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে বিদ্যুত বা মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। ভোলা ও সাতক্ষীরাতে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ার পরপরই তিনি ৮০ পরিবারকে সহায়তা করেছিলেন যেখানে বেশিরভাগ মানুষ জলাবদ্ধ গ্রামে আটকা পড়ে খাদ্যের অভাবে ভুগছিলেন।

"চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তগুলো হচ্ছে জীবনের দুর্দান্ত সুযোগগুলি আবিষ্কারের সেরা সময়। বিপুল সমর্থন আমাকে একটি দাতব্য প্ল্যাটফর্ম শুরু করতে উত্সাহিত করেছে, যেখানে আমি বিভিন্ন শিল্পী এবং স্থপতিদের সাথে তাদের শিল্পকর্মের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ মানুষের অবদানের জন্য সংযুক্ত করেছি। যা ঘূর্ণিঝড় আম্ফান আক্রান্ত অঞ্চলের মানুষ এবং পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীদের সহায়তা করতে পারে। আমি দেখেছি মানুষ একে অপরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং আমি আশাবাদী যেন আমি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সেবা চালিয়ে যেতে পারি।"

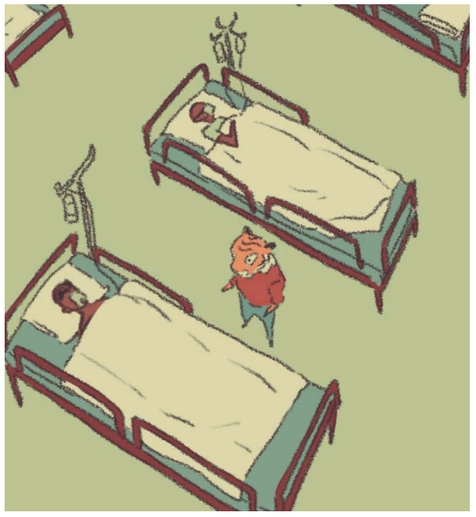

আশফাক কবির, ৩২,

বীকন (বাংলাদেশ ইমারজেন্সি অ্যাকশন এগেইন্সট কোভিড -১৯) ধারণাটি মূলত এসেছিল আশফাক কবিরের উদ্যমী যুবকদের সাথে নিয়ে মানবসেবামূলক কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে। মূল দল গঠনের পরে ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী জুড়ে বীকন তৎপরতার সাথে তরুন-নেতৃত্বাধীন সেবামূলক কাজ করতে উন্মুখ স্বেচ্ছাসেবীর দলগুলোকে একত্রিত করেছিল। এবং তাদের সহায়তায় মহামারীর আওতায় থাকা অভাবী, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের কাছে লকডাউনের মাঝেও কিভাবে খাদ্য ও ত্রাণদ্রব্যাদি পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ক জনসেবামূলক প্রকল্পগুলিতে সংযুক্তি, পরামর্শ, সমর্থন ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

বীকন গণ-তহবিল সংগ্রহ করে মানবসেবায় বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল দেশের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর এক সফল অভিযান। বাংলাদেশে কোভিড -১৯ এর দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা যে হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা বিবেচনা করে (এই হারটি বিশ্বের সর্বোচ্চগুলোর মাঝে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়), বীকন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদের তহবিল সংহত করে এবং এ পর্যন্ত দেশের আটটি বিভাগের ৪০টি হাসপাতালে কর্মরত ৭৮০ জন স্বাস্থ্য কর্মীর কাছে পৌঁছায়। এছাড়াও এই মহামারী চলাকালীন বীকন যুব-নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবনী উদ্যোগ (যেমন চিকিৎসা সুরক্ষা গিয়ারগুলি বিকাশ করা এবং স্কুল শিশুদের জন্য প্রথম ইন্টারেক্টিভ ওয়ার্কবুক তৈরি করা) এর পাশে দাঁড়ায়। এই সংগঠনটি মহামারী ও তার ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে সত্যি একটি ৩৬০ ডিগ্রি পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে।

"আমাদের উচিত যে কোন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ও আশাবাদী থাকা। সাহসী স্বেচ্ছাসেবকরা প্রমাণ করেছে যে তারা প্রয়োজনে সুপারহিরোর মতোই সমাজকে বাঁচাতে ও সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই তরুণেরা তাদের কাজের জন্যে যে পথটি তৈরি করেছে তা আমাদের ভবিষ্যতে এই ধরনের জরুরি অবস্থার মুখোমুখি হতে আমাদের সাহায্য করবে।"

মোহাম্মদ টিপু সুলতান, ২৪

মহামারীর সঙ্কটকালীন সময়ে যখন ঝুঁকিতে ছিলো মানবতা, তখন মোহাম্মদ টিপু সুলতানের মত কিছু মানুষ সুবিধাবঞ্চিতদের বাঁচাতে নিজস্ব দায়বদ্ধতা থেকে সামনে এগিয়ে এসেছিল। টিপু বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রত্যেকেরই নিজ বাসার চার দেয়ালে টেবিলভর্তি খাবার এবং পিঠে জামাকাপড়ের ব্যাগ সহ থাকার সামর্থ্য ও বিলাসিতা উপভোগের সুযোগ নেই। তিনি তার চেনাজানা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে দুঃস্থদের সহায়তার তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। তার পরিচিত প্রায় ২৬১ জন দাতা থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার অনুদান সংগ্রহ করেন। তাঁর এই উদ্যোগ আরলা ফুডস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিশন সেভ বাংলাদেশ, দৈনিক ডেইলি স্টার এবং দৈনিক সমকাল সমর্থন করেছে। একটি ছোট উদ্যোগ হিসাবে শুরু করা মানব সেবার লক্ষ্যে এগিয়ে আসা ব্যক্তি উদ্যোগ আজ একটি সরকারী নিবন্ধিত সংস্থা, যা ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসহ প্রায় ৪,০০০ দুঃস্থকে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছে।

“ পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন, আপনি কীভাবে এটি মোকাবেলা করতে চলেছেন তা আপনার উপর নির্ভর করে।”

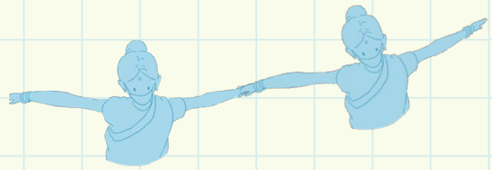

টাইগারদের সাহস ছড়ানো

কোভিড-১৯ মহামারী ছড়িয়ে পড়ার শুরুর দিকের মাসগুলিতে চারিদিকে অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। মানুষের ভয় এবং বিভ্রান্তিকে যা আরো বাড়িয়ে দেয়। অনেক মানুষ, বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য রক্ষার সঠিক দিকনির্দেশনা এবং করণীয় ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অনেকেই তখন অন্ধকারে। সেই দুঃসহ পরিস্থিতিতে টাইগাররা ভাইরাসটির ঝুঁকি এবং এর সংক্রমণ কীভাবে বন্ধ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন।

ওয়ারদা আশরাফ, ৩০

কোভিড-১৯-এর প্রথম দিনগুলিতে, ওয়ারদা আশরাফ এবং তার বন্ধুরা কীভাবে মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সংবাদ এবং সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করে। তারা জানত যে তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচুর লোকের কাছে পৌঁছাতে পারবে, তবে তাদের কাছে পাঠানো বার্তাটি কি হবে, সেখানে কেমন ভাষা ব্যবহার করা হবে? তারা কীভাবে বিভিন্ন প্রজন্মের এবং আগ্রহী গোষ্ঠীর মাঝে গঠনমূলক ও সচেতন বিবৃতি পৌঁছাতে পারবে? সাধারনের কাছে পৌঁছাতে তারা শিল্পকে বেছে নেয়। আর্ট টু হার্ট নামক সৃজনশীল শিল্প উদ্যোগ এর মাধ্যমে ওয়ারদা আশরাফ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা শুরু করেন। ওয়ারদা বিশ্বাস করতেন যে সংক্রমণটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু করা তার দায়িত্ব। ওয়ারদা এবং তার বন্ধুরা স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আকর্ষণীয় বার্তা তৈরি করতে বিভিন্ন শিল্পী এবং কার্টুনিস্টদের কাছে আবেদন জানাতে শুরু করেন। সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই কোভিড -১৯ আঘাত হানে, একই সাথে বাড়তে শুরু করে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা। এই কঠিন পরিস্থিতি রুখতে ও জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ওয়ারদা ও তার সঙ্গীরা সচেতনতামূলক বার্তা তৈরি ও নানা প্রান্তে তা পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়।

আর্ট টু হার্ট নামের একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে, শিশু-বান্ধব ও সচেতনতামূলক কন্টেন্ট তৈরি করেন এবং লকডাউনের সময় অনলাইনে নানা শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

তারা শুধু সচেতনতা ছড়ানোর মাঝে থেমে থাকেনি বরং তাদের কন্টেন্ট সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা সমস্যার দিকে আঙ্গুল তুলে, উদ্বুদ্ধ করে সকলকে এগিয়ে এসে খোলামেলা আলোচনা করতে, নারীদের উপর গৃহস্থালি কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া এবং গৃহে সহিংসতা বৃদ্ধির মতো বিষয় সম্পর্কে কথা বলে। প্ল্যাটফর্ম এবং এর বিষয়বস্তু মাত্র তিন মাসে এক মিলিয়নেরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছে যায় এবং তারা শতাধিক দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

"আমি যদি একা লড়াই করি তবে আমি কেবলমাত্র কিছু মানুষের কাছে পৌঁছাব। তবে আমি যদি আমার সহকর্মী কার্টুনিস্টদের সাথে একটি দলে লড়াই করি, আমরা এমন একটি আন্দোলন করতে পারি যা আমাদের সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে এবং জীবনযাপনের জন্য আরও ন্যায্য একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারে।"

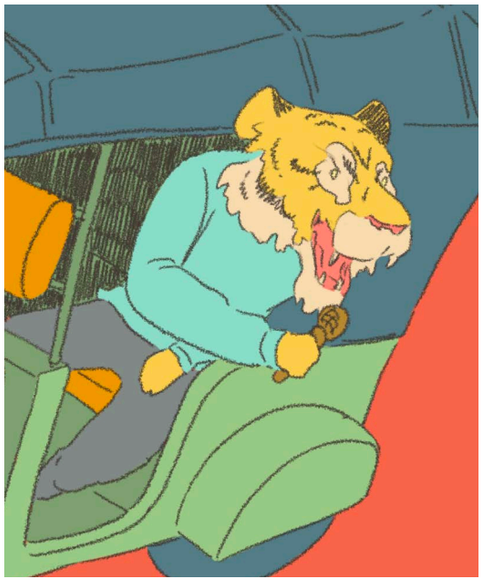

মোঃ জুনায়েদ, ৩০

যদিও ভাইরাসটি সারা বাংলাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, তবে প্রথমদিকে অনেকেই এর গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। গ্রামবাসীরা, বিশেষত, মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন না, ক্ষতিকর বাস্তবতা সম্পর্কে তখন তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। গ্রামগুলিতে বয়স্ক ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আধিক্য থাকায় তাদের মাঝে সাবধানবাণী উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষণীয় ছিলো।

জুনায়েদ জানতেন গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন বা সতর্ক না থাকার একমাত্র কারণ তারা ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল না। কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলা থেকে এসে তাই যেভাবেই সম্ভব সচেতনতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সে অঞ্চলে সিএনজি ও অটোরিকশা চালিয়ে, ভাইরাসটির বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করা যায় সে সম্পর্কে মাইকিং করে সকলকে সচেতন করেছেন। তিনি তার উপজেলায় জনগোষ্ঠীকে অবহিত ও শিক্ষিত করার জন্য স্টলও স্থাপন করেছিলেন। ২৪ জনের একটি দল নিয়ে, তিনি তার আশেপাশের এলাকার লোকদের ২০ সেকেন্ডের জন্য হাত ধোয়া থেকে শুরু করে সামাজিক দূরত্ব মেনে বাড়িতে থাকার উপকারিতার কথা বলেছেন ও মহামারীর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লড়াই লড়েছেন।

"আমরা গুজবে কান না দিয়ে বরং সাধারণ মানুষকে আরও ভালভাবে বেশি সঠিক তথ্য ব্যাখ্যা করতে পারি।"

শাদমান সাকিব অনিক, ২৭।

মার্চ মাসে, শাদমান এবং তার দল তাদের কাইন্ডনেস অ্যাম্বাসেডরদের সহায়তায় ঢাকার বাইরের ২০টি জেলায় উৎসাহ নামের একটি সচেতনতামূলক প্রচারণা শুরু করেন। লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ অঞ্চলে কোভিড-১৯-এর বিষয়টি জানানো। আয়োজক দলটি সেই তথ্যগুলিকে এমন ভাষায় অনুবাদ করেছিল যেন তা স্থানীয় জনগণের কাছে বুঝতে সহজ হয়, উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক দূরত্ব বা ছয়ফুট দূরত্ব প্রকাশে "দুই হাত" (দৈর্ঘ্য পরিমাপক) দূরত্বের ধারণাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কাইন্ডনেস অ্যাম্বাসেডররা ২৪টি জেলা শহর ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলিতে কোভিড-১৯ বিষয়ে মাইকিং করে যা প্রায় এক কোটি মানুষের কাছে পৌঁছায়। তারা দোকানে দোকানে পোস্টার, ব্যানার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার দূরত্বমাপক চিহ্ন স্থাপন করে।

কী করে সঠিকভাবে হাত ধোয়া যায় তা শেখানোর জন্য শাদমান শুদ্ধতা প্রকল্পটিও শুরু করেছিলেন। তারা অন্যান্য সংস্থাগুলির সাথে স্বল্প ব্যয় এবং স্বল্প রক্ষণাবেক্ষণ হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন নিয়ে কাজ করেছেন যা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বা চুরি হয় না। এই স্টেশনগুলি স্থাপনের পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব চিহ্ন এবং সচেতনতামূলক পোস্টারগুলি বিভিন্ন জেলায় সাতটি বড় বাজারে স্থাপন করা হয়।

কাইন্ডনেস অ্যাম্বাসেডররা ধাত্রী, গর্ভবতী মহিলা এবং কৃষকদের সহায়তা করতেও ব্যস্ত ছিলেন। তারা দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণও করছেন। তারা যাদের সহায়তা করেছে তাদের প্রত্যেকের নাম এবং যোগাযোগের বিষদ বিবরণ লিখে রেখেছে, যেন ভবিষ্যতে যদি তাদের আর বড় কোনও সঙ্কট দেখা দেয় তবে যেন কাইন্ডনেস অ্যাম্বাসেডররা তাদের তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদানে সক্ষম হন।

“কোভিড -১৯ হয়তো আমাদের দেশকে উন্নয়নের দিক থেকে অনেকটাই ফিরিয়ে নিয়েছে, তবে আমরা প্রথমবারের মতো এত জনকে দেখেছি যারা মানুষের পাশে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছে - ‘আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি?’। মহামারী মোকাবেলার পাশাপাশি আমরা ভাল কাজ করার সংস্কৃতি তৈরি করার এবং ‘দাতাদের’ একটি ভাল প্লাটফর্মকে সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে চলেছি। আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, আমরা এপ্রিল মাস থেকে থেকে ১ লাখেরও বেশি মানুষের খাবার এবং ১০,০০০ এর বেশি পরিষ্কার জামা, মোবাইল এবং ল্যাপটপ দিয়েছি - এবং আমরা আরও এরকম প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চাই যার মাধ্যমে যেকোন উপায়ে সকল সম্প্রদায়কে যে কেউ সহায়তা করতে পারে।“

FREE
DELIVERY

৬

টাইগারদের খেয়াল রাখা

মহামারীটির প্রভাব কিন্তু সবার উপরে সমান ছিল না। ঠিকানা, বয়স, স্বাস্থ্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং লিঙ্গের উপর নির্ভর করে প্রচুর লোক নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল, যেমন নারী এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর, অন্যদের তুলনায় অধিক সহায়তার প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক আদেশাধীন লকডাউন চলাকালীন নারীরা গৃহ নির্যাতন ও সহিংসতার ফলে মারাত্মক বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। গর্ভবতী মহিলারা কীভাবে এবং কোথায় তাদের সন্তান প্রসব করবেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই প্রাথমিক সহায়তা তহবিল এবং প্রয়োজনীয় সংস্থা গুলির উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথবা তাদের সহায়তা প্রদানের ব্যাপারটি প্রায়শই অবহেলিত হয়। তবে টাইগাররা তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেছেন এবং সে অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণ করেছেন, কখনো কখনো...দাঁড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা (যেমন শ্রমজীবী গর্ভবতী ও অসুস্থ নারীদের অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা) নিয়েছেন। একজনের কষ্ট হাজারো মানুষের কষ্টের সমান -- এই দর্শনে বিশ্বাসী টাইগাররা বড় এবং ছোট্ট সকলের সাথেই সমান দয়ালু আচরণ করতে অভ্যস্ত।

শ্রাবন্তী এ হুদা, ৩৩
ও শারনীলা নুজহাত কবির, ২১

দৌলতদিয়া বিশ্বের বৃহত্তম পতিতালয়গুলির একটি যেখানে প্রায় ১,৫০০ নারী যৌনকর্মী রয়েছে। রাজবাড়ী জেলায় অবস্থিত, অঞ্চলটিকে প্রায়শই 'পতিতালয় গ্রাম' বলা হয়। যখন মহামারী আঘাত হানে তখন এই যৌনকর্মীদের বেশিরভাগই জীবিকা নির্বাহের উপায় হারিয়ে ফেলেছিল। মার্চ মাসে, যখন সরকার গ্রাহকদের নিষিদ্ধ করে এবং ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার জন্য পতিতালয় বন্ধের ঘোষণা দেয়, তারা জরুরি তহবিলের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিল।

তৎকালীন সেখানে কাজ করা উন্নয়ন কর্মী শারনীলা এবং তার চাচাতো বোন শ্রাবন্তী চলো সবাই ডটকম-এ একটি অনলাইন তহবিল সংগ্রহের প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করেন। তারা ৭ লক্ষ টাকার তহবিল সংগ্রহ করেছিল এবং ১,৩০০ যৌনকর্মী এবং ৪০০ শিশুকে সেই তহবিল হতে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছিল।

"আশা আছে বলেই আমরা শিখি যে চেষ্টা করলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। আমাদের আশা ধরে রাখতে হবে এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে, এবং এই প্রতিরোধ শুরু করা হোক এই বছর থেকেই।"

পাভেল সরোয়ার, ৩১

স্যানিটারি ন্যাপকিনস প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যগুলিকে দীর্ঘকাল আড়ালে রাখা হয়েছে। এসকল পণ্য স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্রে নারীদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় এই পণ্যগুলোর নাম উচ্চস্বরে বলাও নিষেধ।

মহামারীকালীন সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হাতের নাগালে পাওয়া অনেক মহিলার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। লকডাউনের সময় তার স্ত্রী তাকে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে বললে পাভেল নিজেই এই অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার নিজেই সাক্ষী হন। বেশ কয়েকটি ই-কমার্স সাইটের সাথে যোগাযোগ করার পরে তিনি শেষ পর্যন্ত কয়েকটি স্যানিটারি ন্যাপকিন ক্রয় করতে সক্ষম হন। এটি পাভেলকে দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে উপযুক্ত সমাধান খুঁজতে উৎসাহিত করেছিল, তাই তিনি তার গ্রুপ ইউথ হাবের তহবিল ব্যবহার করে ত্রিকোনমিতি নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেন। তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার নেওয়ার পরে কোনও পরিসেবা চার্জ ছাড়াই মহিলাদের দোরগোড়ায় স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করেন।

ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার স্যানিটারি ন্যাপকিন নিরাপদে সরবরাহ করার পর, পাভেল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তার ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা পণ্য এবং পরিষেবার পরিসর বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে।

" প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর পণ্য সব সময়ের মত মহামারীকালীন সময়েও জরুরী নারীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য। তরুণদের শক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে এবং আমরা এর জন্যে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করছি। আমাদের স্বপ্নের মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞা রয়েছে যে কেউই পেছনে থাকবে না। "

মোহাম্মদ মহাসিন, ৩২

এই মহামারীতে সকল বয়স, শ্রেণী এবং বর্ণের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং এটি অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সমাজের যে সকল শ্রেনীতে এটি চরম আঘাত হেনেছে তাদের একটি অংশে রয়েছে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা বজায় রেখে প্রয়োজন অনুসারে বের হওয়া যদিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও এটি তাদের পক্ষে মেনে চলা কোনও চ্যালেঞ্জের চেয়ে কম নয়। তাই তাদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে মোহাম্মদ মহাসিন তৎপর হয়ে পড়েন।

তিনি আর্থিক সহায়তা ও ত্রাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে ওরিয়ন গ্রুপ, ইপিলিয়ন গ্রুপ, মিশন সেভ বাংলাদেশ, বিওয়াইএলসি, ডব্লিউইএফ, এনডিডি, হিরোস ফর অল, এআইএম ইনিশিয়েটিভ, ব্র্যাক, ইয়ুথ পলিসি ফোরাম, সমাজকল্যাণ সংস্থা গাজীপুর সহ বিভিন্ন সংগঠনকে একত্রিত করেছিলেন। তিনি তার উদ্যোগের মাধ্যমে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ৪,০০০ পরিবারকে সহায়তা করতে সক্ষম হন।

"সারা পৃথিবীতে যখন করোনাভাইরাস এ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, তখন আমি মানুষকে সাহায্য করার জন্য কাজ করছি। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অসহায় মানুষের জন্য আমি বিভিন্ন সংস্থার ত্রাণ সংগ্রহ করি।"

ত্রিশিয়া নাসতারান, ৩৪

মেয়ে নেটওয়ার্ক একটি নারীবাদী তৃণমূল সংগঠন প্ল্যাটফর্ম যা ২০১১ সাল থেকে নারীদের একত্রিত করে চলেছে। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মহামারী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সহায়তার জন্য তারা ৫টি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদের গৃহীত উদ্যোগগুলি হল সিস্টারহুড, সার্ভিস, গাবুরা, বেনামি এবং কাজের মেয়ে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৯০১টি পরিবারকে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছে।

সিস্টারহুড হল মেয়ে নেটওয়ার্কের সমর্থন গ্রুপ। গ্রুপের সদস্যরা লক্ষ্য করেছেন যে মহামারী থেকে উদ্ভূত সংকটের প্রকৃতি তারা অন্যান্য যে সকল প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপর্যয় পূর্বে মোকাবেলা করেছে তা থেকে একেবারেই ভিন্ন। এবার মূলত মধ্যবিত্তরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিল, যেহেতু তারা মাসিক বেতনে জীবিকা নির্বাহ করে তাই তেমন সঞ্চয় করে উঠতে পারে না। মহামারীজনিত কারণে তারা যখন চাকরি হারাতে শুরু করেছিল, তখন মেয়ে নেটওয়ার্ক তাদের বেঁচে থাকার ভয়ঙ্কর সব সংগ্রামের গল্প জানতে শুরু করেছে। দু'জন সদস্য, ফাহমিদা ফেরদৌসী এবং স্মিতা দাস সঙ্কটে থাকা সিস্টারহুড সদস্যদের সহায়তা করার উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মেয়ে নেটওয়ার্ক তখন আক্রান্ত ব্যক্তি এবং পরিবারের প্রয়োজন বোঝার জন্য সমীক্ষা চালিয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রকল্প, পরিসেবা বা সার্ভিস, প্রথমটির উপ-প্রকল্প হিসাবে যাত্রা শুরু করে। কিছু সদস্য তাদের পরিসেবা খাত থেকে ব্যক্তি এবং পরিবারগুলিকে সহায়তার সিদ্ধান্ত দেওয়ার সাথে সাথেই তাদের অভাবের ধরণ এবং আর্থিক প্রয়োজনের পার্থক্য বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং, মহামারীজনিত কারণে কর্মসংস্থান হারিয়েছেন এমন পরিবারগুলিকে একচেটিয়াভাবে সহায়তা দেয়ার জন্য তারা দ্বিতীয় প্রকল্প শুরু করেছিলেন।

তৃতীয় প্রকল্প গাবুরা তাদের এক স্বেচ্ছাসেবক রওশন আরা লিনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। তিনি সে সময় সাতক্ষীরা জেলা সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। লিনা তাদেরকে সে অঞ্চলের চরম দারিদ্র্যের বিষয়ে অবহিত করেছিলেন, যেখানে গাবুরার 'বাঘ বিধবারা' বসবাস করছেন। বাঘ বিধবা হলেন সে সকল মহিলারা যারা সুন্দরবনে বাঘের (এবং অন্যান্য বিপদে) আক্রমণে স্বামী হারিয়েছিলেন। এই মহিলাদের অভিশপ্ত বলে মনে করা হয় এবং তাদের সামাজিকভাবে একঘরে করা হয়। তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য মূলত উপকূলীয় বনের উপর নির্ভরশীল। লকডাউনের কারণে তারা বনে প্রবেশের অনুমতি হারিয়ে ফেলেন, ফলে অনেক পরিবার কয়েক দিন ধরে অনাহারে ছিল। সিস্টারহুড এই মহিলাদের খাদ্য, ওষুধ, সাবান এবং মুখোশ দেয়া শুরু করেন।

সর্বশেষ দুটি প্রকল্প (বেনামি এবং কাজের মেয়ে) ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের অনেক আগেই শুরু করা হয়েছিল। সংকটে থাকা মহিলাদের জন্য ডিজাইন করা এই উদ্যোগগুলি মানসিক এবং পেশাদারি সাপোর্ট দিয়ে থাকে। এই দুটি উদ্যোগই মহামারীকালীন সময়ে মহিলাদের সাথে কাজ করে গেছে।

"আমি এই মহামারীটির বিরুদ্ধে ততক্ষন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষন পর্যন্ত প্রান্তিক মানুষের আওয়াজ মন দিয়ে শুনতে পাই । আমি বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতার সমন্বয় করার পরিকল্পনা করছি আর সেগুলোকে আমার লেখার মাধ্যমে ব্যবহার করে তাদের ভবিষ্যৎ কিরকম হতে পারে তা নিয়ে গবেষনা করতে চাই। আমি বহু বছর ধরে দেখেছি যে মানুষ যখন সহানুভূতি এবং সাহস নিয়ে এক হয় তখন অভাবনীয়, বিস্ময়কর জিনিস ঘটে। তাই বর্তমান বাস্তবতা যতই মারাত্মক হোক না কেন এটি আমাকে আরও সুন্দর ভবিষ্যতের আশা দেয়। "

৭

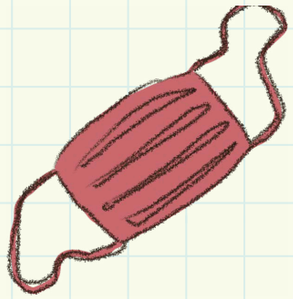

টাইগারদের লক্ষ্য

কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে সমাজের নায়ক বলে বিবেচিত ও প্রশংসিত হন। চিকিৎসক এবং নার্সরা যারা তাদের রোগীদের চিকিৎসা ও সহায়তা করার শপথ নিয়েছিলেন তারা এই দেশের মানুষরা যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। এবং সারা দেশে অনেক টাইগাররা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য, প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে তাদের সাথে একযোগে কাজ করছে। তবে এই দুঃসময়ে ভাইরাসের সংক্রমণে বহু লোক মারা গিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে টাইগাররা স্বেচ্ছায় দাফন করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল।

হো চি মিন ইসলাম, ২৫

মহামারী শুরু হওয়ার আগেও, তৃতীয় লিঙ্গ এবং যৌনকর্মী সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের দুর্ভোগ খুব কমই আলোচনায় এসেছে। মহামারীটি কেবলমাত্র তাদের দুর্ভোগ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়ে তোলে এবং তাদের প্রায় সম্পূর্ণ আয় কেড়ে নেয়। সমাজ তাদের আবেদনে সাড়া দেয় না এবং তাদের কণ্ঠ বারবার চাপা পড়ে যায়। হো চি মিন এই গোষ্ঠীদের আবেদনকে জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছেন। পেশায় একজন নার্স। তিনি একজন ট্রান্স অ্যাক্টিভিস্ট যিনি আন্তর্জাতিক এলজিবিটিকিউআই সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি এই সম্প্রদায়ের সহায়তা করার উদ্যোগের অভাব লক্ষ্য করেছেন এবং তহবিল সংগ্রহ এবং তাদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি ৬০০ জনেরও বেশি লোককে এই পর্যন্ত সাহায্য করতে পেরেছেন, ৪০০০০ কেজি চাল বিতরণ করেছেন এবং প্রায় ২ লক্ষ টাকার তহবিল সংগ্রহ করেছেন।

হো চি মিন কাজ শুরু করার সময়ে এই সম্প্রদায়ের মাঝে নেতৃত্ব এবং সহনশীলতার অভাব দেখে হতাশ হয়েছিলেন। তবে এই অভিজ্ঞতার পরে তিনি নিজের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করেছেন। তিনি এখন তারুণ্যের শক্তি এবং সামাজিক পরিবর্তন আনতে সংহতির শক্তিতে বিশ্বাসী।

"বৈষম্য, দুর্বলতা, নানা ধরণের কুসংস্কার আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এর জীবনকে কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আমরা যোদ্ধা এবং আমরা যুদ্ধ করতে পারি! আমাদের লড়াই এখনো শুরুই হয়নি। আজ অবধি কিছুই আমাদের বড় কোন বিপদে ফেলেনি এবং আগামিতেও আমরা বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারব! আমরা এখনও সমস্ত প্রতিকূলতা এবং নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কাজ করব। এটি অবশ্যই আশা জাগানোর মতোই একটি ব্যাপার!"

আলী ইউসুফ,৪৯

আলী ইউসুফ ময়মনসিংহে বসবাসরত একজন কবি ও জনহিতৈষী ব্যক্তি, যিনি কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন এবং কোভিডের কারণে মৃত্যু বরন করা মানুষের শেষ কাজের জন্য যাবতীয় সহায়তা করেন। আলী ময়মনসিংহ শহরে মৃত কোভিড-১৯ রোগীদের কবর দেওয়া বা কবর দেওয়ার কাজে সহায়তার জন্য তিনটি স্বেচ্ছাসেবী দলের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য আর্থিক সহায়তা সংগ্রহের ব্যবস্থাও করেন। তাঁর এই কর্মযজ্ঞ দেখায় যে কোন দুঃসময়ে, ক্ষুদ্রতম উদ্যোগগুলিও মানুষের জীবনে পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে!

"আমি মানুষকে ভালোবেসে তাদের জন্যে সবসময় কাজ করার তাগিদ অনুভব করি, কারণ আমি এমন একটি পরিবার থেকে এসেছি যেখানে আমাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। শৈশব থেকেই আমি দেখেছি আমার বাবা নিজের প্রয়োজনের বাইরেও সবসময় অভাবী মানুষের পাশে ছিলেন। আমি মনে করি মানুষকে সহায়তা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।"

মোঃ জাকির হোসেন, ২৬

চিকিৎসা সরবরাহের ক্রমাগত ঘাটতি বাংলাদেশের নাগরিক জীবনে একটি নিত্যদিনের বাস্তবতা। তারা সাধারণত যা আছে তা দিয়েই কাজ করে। এই সীমাবদ্ধতার মাঝে মারাত্মক এই করোনভাইরাস প্রতিরোধ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আবার, অনেকে জানা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির ব্যয়ভার বহন করতে পারে না।

কোভিড-১৯ মহামারীর সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ে, রোগীর শ্বাস নিতে লড়াই এর সময় ভেন্টিলেটর এবং অক্সিজেন ট্যাঙ্কের সহায়তা প্রয়োজন। জাকির হোসেইন এগুলোর সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্যটি চিহ্নিত করেন। এরপর দ্রুত একটি সমাধান বের করেন। তিনি পাঁচটি অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন সরবরাহ করে সহায়তা করেছেন। তিনি ৩০ জন রোগীকে জরুরী সেবায় অক্সিজেন পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর বিনীত ব্যবহার ও জীবন বাঁচাবার উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

"যেহেতু মানুষের বাইরে যাওয়া বন্ধ করা যাচ্ছে না, তাই বাইরে গেলে মানুষের কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করবে তা প্রচারে কাজ করব এবং আক্রান্ত মানুষের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত রাখব। আমি আশাবাদী কারণ করোনা ভ্যাকসিন তৈরির প্রচেষ্টা অনেক দূর এগিয়েছে এবং বেশিরভাগ মানুষ সচেতন হয়েছে। তবে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আমাদের এখনো নমনীয় হওয়া উচিত নয়। "

কাজী তায়েফ সাদাত, ৩৪

বিশ্বের অন্যান্য শহরগুলির মতো, ঢাকার দোকান এবং বাজারগুলি তাদের মাস্ক এবং স্বাস্থ্য পণ্য সরবরাহের তাকগুলির দিকে তাকালে দেখতে পায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুরুর আগেই তা দ্রুত খালি হয়ে গিয়েছে। তারপরেই সাধারণ মানুষের দুর্দশা শুরু হয়েছিল যারা অতিরিক্ত দামে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার কিনতে বাধ্য হচ্ছিল। এই সময়েই কাজী তায়েফ সাদাত এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন।। তিনি টিস্যু পেপার এবং সাশ্রয়ী মূল্যের স্যানিটাইজার ব্যবহার করে সস্তার মাস্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত প্রথম কয়েক হাজার পণ্য অভাবী মানুষের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। তখন থেকে কাজী সাশ্রয়ী মূল্যে ভেন্টিলেটর তৈরির কাজে মনোনিবেশ করেন যা দূরবর্তী মেডিকেল সেন্টারে ব্যবহার করা যায়। তিনি ইতিমধ্যে ভেন্টিলেটরের একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করেছেন এবং এটি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে মূল্যবান জীবন বাঁচানোর আশা করছেন।

"আমি নিয়মিত আমার ভেন্টিলেটর প্রকল্পে কাজ করছি। এর পাশাপাশি আমি মার্চ মাস থেকে প্রায় প্রতিদিন সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং খাবার বিতরণ করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমি যদি চাই তাহলে অনেক মানুষকেই সাহায্য করতে পারি।"

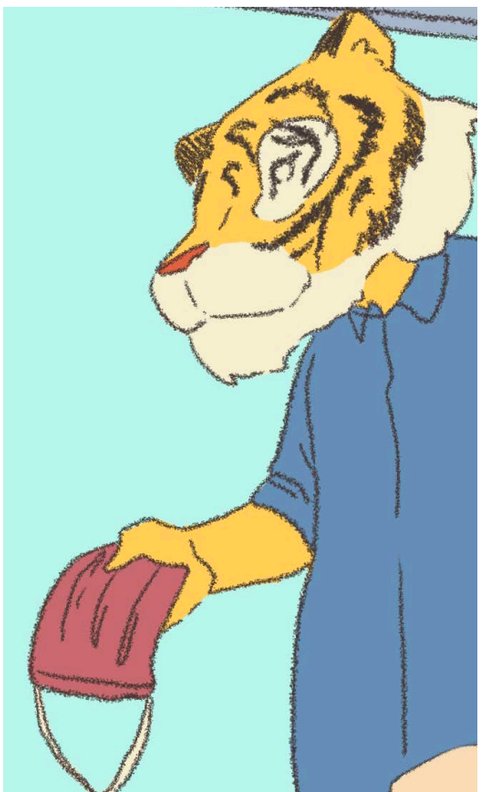

আরাফ আহমেদ, ২৩
এবং তাহমিদ হাসিব খান, ২৬

কানাডায় দু'জন প্রবাসী আরাফ ও তাহমিদ মহামারীর অভূতপূর্ব সঙ্কটের সময়ে নিজ দেশকে সাহায্য করার জন্য একটি উপায় সন্ধান করেছিলেন। তাদের আন্দোলন, 'বাঁচার লড়াই' হাজার হাজার মাইল দূরের বাংলাদেশকে সাহায্য করার আহবানের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল।

'বাঁচার লড়াই' একটি সামাজিক উদ্ভাবনী ইনকিউবেটর হিসাবে কাজ করেছে, কারণ তারা সর্বস্তরের উদ্যোগকে সমর্থন করে - লজিস্টিকস, সাপ্লাই চেইন এবং তহবিল সংগ্রহ, যা তাদের সহায়তাকে নিশ্চিত করে এবং মানব সেবার লক্ষ্যে সম্প্রসারিত হয় ও মানুষের সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২০২০ সালের এপ্রিল থেকে তারা ১৩ টি উদ্যোগকে সমর্থন করেছে, যার মধ্যে গ্রামীণ হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা থেকে শুরু করে হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা প্রচারও অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের ও যুক্ত করা হয়। তারা তথ্যমূলক ভিডিও এবং ওয়েবিনার তৈরিতে সহায়তা করেছে যেখানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সাধারণ জনগণকে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ ও এই ভাইরাসকে মোকাবিলা করার বিষয়ে পরামর্শ ও তথ্য দেন।

সচেতনতা প্রচারণা ছাড়াও 'বাঁচার লড়াই' চারটি আফ্রান-আক্রান্ত সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছায় এবং ৫০০ এর অধিক পরিবারকে খাদ্য বিতরণ, চিকিৎসা ক্যাম্প এবং পুনর্বাসনে সহায়তার জন্য মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে সাহায্য করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে 'বাঁচার লড়াই' সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত পরিবার এবং পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীদের জন্য খাদ্য ও ত্রাণ সরবরাহের জন্য ১৮,৮০,০০০ টাকারও বেশি সংগ্রহ করেছেন। তারা প্রায় ৭০০ পরিবারকে ১০,০০০ এর অধিক বেলার খাবার সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি তারা ফ্রন্টলাইন কর্মী এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য দৈনিক খাবার এবং মাস্কের ব্যবস্থা করেছেন। মাস্কের পুনরায় ব্যবহার করা বিষয়ে দেয়া নির্দেশনার একটি ভিডিও ও এই প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"এই মহামারীতে ফ্রন্টলাইন কর্মীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি যা আমাকে তাদের লড়াইয়ে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। 'বাঁচার লড়াই' নামক আন্দোলনের সূচনা পুরো দেশের জরুরী প্রয়োজনীয়তাকে আমার সামনে তুলে ধরেছে। 'বাঁচার লড়াই' মানুষের জন্যে কাজ করার একটি জায়গা তৈরি করছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে থাকা ঘাটতিগুলি খুঁজে এর সমাধানের চেষ্টা করছে।"

LiVE
REGISTRATION

৮

টাইগারদের শিক্ষা কর্মসূচী

শিশুরা যদিও ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে ছিল না, তবুও স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা পড়াশোনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সারা বিশ্ব জুড়ে, প্রায় ১ কোটি শিশু হয়তো কখনও তাদের পুরনো শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। অনেক শিক্ষক এখন পড়ানোর ধরণ নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করতে ও নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন।

শামিম আশরাফ, ৩০

শামিম শিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন মেন্টর মশাই এর মাধ্যমে যা শিশুদের জন্য একটি উন্নয়ন এবং জীবনধারা ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম। তিনি শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, ইন্টারনেট সুরক্ষা, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করার জন্য বিনা খরচায় কন্টেন্ট তৈরি করেন এবং শেয়ার করেন। তাদের ‘ বই দান করুন’ প্রচারণার মাধ্যমে পুরানো, ব্যবহৃত বই সংগ্রহ করে পরবর্তীতে বিনামূল্যে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মহামারীটি আঘাত হানার পর, মেন্টর মশাই তাদের প্ল্যাটফর্ম এবং সংস্থানগুলি বিনামূল্যে অনলাইনে শেখার কাজে ব্যবহার করে এবং চট্টগ্রামের রায়পুরে সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং রিকশা চালকদের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট এবং মাস্ক বিতরণ করে। সচেতনতা প্রচারে তাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ এ প্রতিদিন নানা ধরনের উপকারী স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য শেয়ার করে চলেছে। তাদের অনেকগুলি ভিডিওতে শিশুদের হাত ধোয়া, এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা মাস্ক ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে শিক্ষণীয় টিউটোরিয়াল রয়েছে। এই উদ্যোগগুলির পাশাপাশি তারা সারা বাংলাদেশ জুড়ে বাচ্চাদের বিনামূল্যে বই দান করছে।

“আমরা বাচ্চাদের ভাল স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য কাজ করছি। আমরা আশা রাখি এবং বিশ্বাস করি যে কঠোর পরিশ্রম করে মহামারীটির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব।”

ওয়াহিদুল ইসলাম, ২৫

সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্য বিতরণ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য অর্থ ব্যয় করা থেকে শুরু করে নানা ভাবে ওয়াহিদুল মহামারীটিকে মোকাবেলা করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রেই...প্রভাব রেখেছেন। তিনি তার গ্রামের পাঁচ শিক্ষার্থীর জন্য আর্থিক তহবিল সংগ্রহ করেছেন। তিনি তার গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত, সুবিধাবঞ্চিত, দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পরিবারে কাছে পৌঁছেছিলেন এবং তাদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য নিজের সঞ্চয় থেকে অর্থ দিয়েছেন যেন তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে অসুবিধা না হয়। তিনি ২,২৬০ জন গৃহহীন মহিলাকে ত্রাণ প্যাক সরবরাহ করেছেন, ১০ টি পরিবারে মুদি সামগ্রী বিতরণ করেছেন এবং তাঁর গ্রামের বাড়ির ১৫ জন বিধবাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করেছেন।

“ আমাদের এই ছোট জীবনে খুব অল্প সময় আছে এবং তাই এই সময়ের মধ্যে অন্যদের জন্য ভাল কিছু করা একটি দুর্দান্ত আনন্দের বিষয়। ভবিষ্যতেও আমি এভাবেই কাজ করে যেতে চাই। এবং আমি আশাবাদী যে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আমাদের আরও দৃঢ় করে তুলবে, সংহতি প্রকাশের সুযোগ দেবে এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার নতুন পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করবে।”

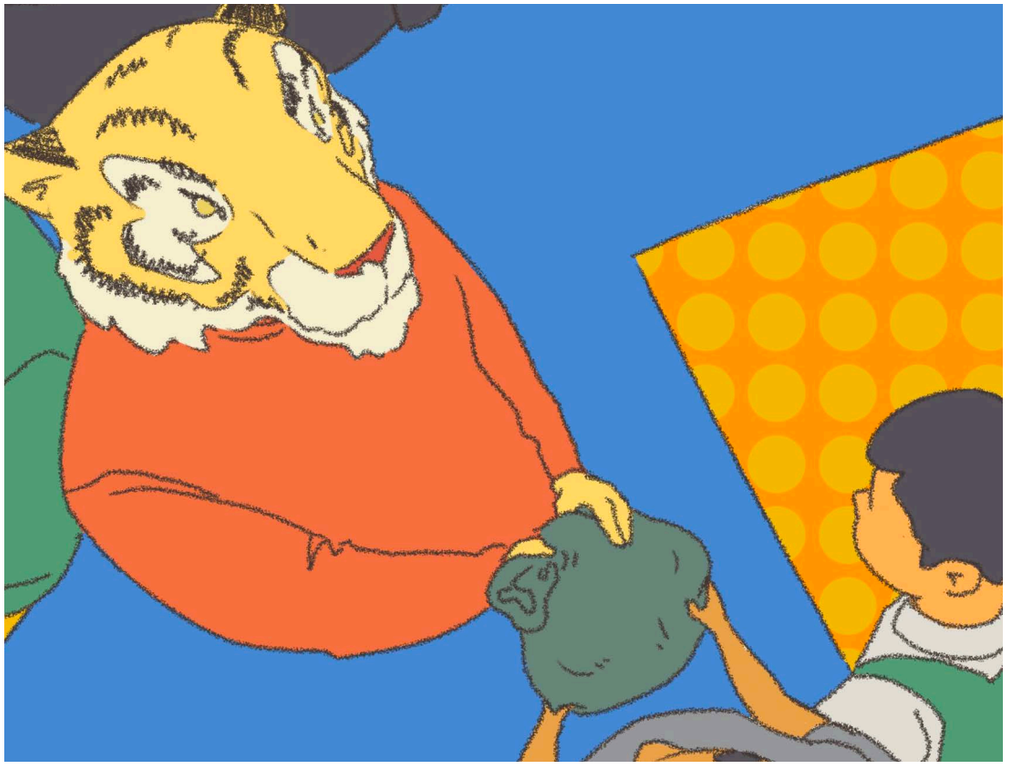

মনিরুজ্জামান মনির, ২৫

বাংলাদেশের শিক্ষকদের জন্য একজন আদর্শ মনিরুজ্জামান মনির। তিনি বহু বছর ধরে শিশুদের পড়ানো এবং শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের সাথে কাজ করেছেন। কিন্তু মহামারীটি যখন আঘাত হানে, তখন তিনি বাচ্চাদের প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হন। বর্তমানে চট্টগ্রামের সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য পরিচালিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত। তিনি হেল্পিং হ্যান্ডস শুরু করার ধারণাটি শিক্ষার্থীদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ হিসেবে শুরু করেন। বিশেষত যাঁরা পড়ালেখা শেষ করতে পারেননি তাদের জন্য তিনি তিনটি প্রকল্প শুরু করেছেন। 'কোভিড-১৯: রমজান মাস এর সময়', কোভিড-১৯: ঈদ সালামি এবং কোভিড -১৯: মানসিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্যবিধি। '

তারা প্রায় ৩,৬০০ শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছেন, চট্টগ্রামের ১৬টি সুবিধাবঞ্চিত স্কুল সম্প্রদায়ের কাছে তারা পৌঁছেছিলেন, বান্দরবানের তিনটি উপজেলা এবং বরিশালের ঝালকাঠির একটি বিশেষ শিশু বিদ্যালয়েও তারা গিয়েছেন। হাসপাতালের সংকট মাথায় রেখে হেল্পিং হ্যান্ডস চট্টগ্রামের পাঁচটি হাসপাতালে ২০ টি বড় অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করেছিল। তারা প্রায় ৭০০০ বিভিন্ন ধরণের সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করেছেন। তিনি বর্তমানে মানসিক সুস্থতা, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যসুরক্ষা প্রকল্পে কাজ করছেন। যাদের আয়ের উৎস হ্রাস পেয়েছে এবং যাদের সন্তানের মানসিক সুস্বাস্থ্য এবং পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্য সহায়তা প্রয়োজন এমন ১০০০ পরিবারকে তিনি সহায়তা প্রদান করছেন। এই প্রকল্পটি চট্টগ্রাম শহরের ১৭টি সুবিধাবঞ্চিত স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবারের মাঝে চালু হয়েছে।

" আমি বিশ্বাস করি একে অপরকে সাহায্য করার মাধ্যমে আমরা একসাথে আরও শক্তিশালী হতে পারি। আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। কোভিড-১৯ এখন প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে এবং এটি জীবনকে বদলে দিয়েছে। এই অবস্থায় সর্বাধিক সুরক্ষা পেতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে।"

এই বইয়ের বাঘেরা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজ করে গেছেন। কিছু বাঘ ছোট, কেউ আবার লম্বা। কেউ কেউ মুরুব্বি বাঘ আবার কেউ শাবক। কোন কোন বাঘ আবার শাড়িও পরে, কেউবা খেলার হাফ প্যান্ট। প্রত্যেকেই আলাদা কিন্তু সবার একটি মিল আছে - জরুরী প্রয়োজনে সাহস আর সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এই বাঘেরা এগিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে।

কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায়, হাজারো সাহসী ও সুন্দর গল্পের মধ্যে এগুলো অল্প কিছু উদাহরণ মাত্র। আমাদের বিশ্বাস, এইসব বাঘেদের গল্পগুলি অনন্তকাল ধরে আপনাদের অনুপ্রাণিত করবে পরের উপকারের মাধ্যমে নিজের সত্তার বিকাশ ঘটাতে।

UNDP